দৈনিক সংবাদ

তারিখ 10 JUN 1989
পৃষ্ঠা 6 কলাম 1

বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

শিল্প খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ, পোশাক তৈরী) তা অত্যন্ত নিম্নউৎপাদনশীল কাজের জন্য করা হয়েছে—কেবলমাত্র এ কাজে অংশগ্রহণ করে বা প্রশিক্ষণ নিয়ে সমাজ ও রাষ্ট্রের আর্থ-সামাজিক রাজনৈতিক ক্ষেত্রে কোন ফলপ্রসূ ভূমিকা পালন করা যায় না। তবে এটা ঠিক যে মেয়েদের বিশেষ করে গ্রামের মেয়েদের এ ধরনের কাজের বিপক্ষে নই। এর ক্ষেত্রে গৃহভিত্তিক উৎপাদনশীল ক্ষুদ্রশিল্প প্রতিষ্ঠানের কর্মসূচীর মাধ্যমে প্রশিক্ষণ দেয়ার প্রস্তাব রাখছি।

আগামী অর্থাৎ ৪র্থ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় নারী সমাজের উন্নয়ন প্রসঙ্গে কতিপয় সুপারিশ

দৃষ্টিভঙ্গীর ক্ষেত্রে :

১. সংবিধানে নারী-পুরুষের মধ্যে বিরাজমান বৈষম্য বিলোপ করে নারী-পুরুষের সমতা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সাহায্যকারী কর্মসূচী ও পদক্ষেপ নিতে হবে।

২. পশ্চাদপদ হিসাবে সেবামূলক দৃষ্টিভঙ্গীতে নারী উন্নয়নের কর্মসূচী নেয়া চলবে না। বরং জাতীয় ক্ষেত্রে সুষ্ঠু উন্নয়নের জন্য এবং উন্নয়নের ফল ভোগে সমতা আনয়নের জন্য পরিকল্পনা থাকতে হবে। জাতীয় আয়ে মহিলাদের অবদানের যথাযথ স্বীকৃতি প্রদান করে, তাদের কাজের গুণগত মান ও দক্ষতার উন্নয়ন সাধন করে এবং আরো অধিক মহিলাদের উৎপাদনশীল কাজে অংশগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি করতে হবে। ফলে ব্যাপক নারীসমাজ জাতীয় অর্থনীতির মূল স্রোতধারায় সম্পৃক্ত হতে পারে আরো অধিক মাত্রায়।

উন্নয়নের পরিকল্পনা কর্মসূচী এমন হতে হবে যাতে নারী-পুরুষের বৈষম্য ক্রমান্বয়ে হ্রাস পাওয়ার একটা বাস্তব রূপরেখা থাকে।

৩. মূলনীতি নির্ধারণী প্রচেষ্টায় নারীসমাজকে যুক্ত করতে হবে।

কর্মসূচীর ক্ষেত্রে

শিক্ষা :

১. গণমুখী বৈজ্ঞানিক, ধর্মনিরপেক্ষ ও সুলভ শিক্ষানীতি চালু করা;

২. নারী শিক্ষার প্রসারের জন্য মেয়েদের স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রীবাস সংখ্যা আরো বৃদ্ধি করা;

৩. শিক্ষা খাতে বিশেষ করে নারী শিক্ষার খাতে অধিক বরাদ্দ বাড়ানো;

৪. নিরক্ষরতা দূরীকরণ কর্মসূচীর ওপর বিশেষ জোর দেয়া ও নিরক্ষরতা দূরীকরণের কাজকে জাতীয় শিক্ষা কমিশনের গুরুত্বপূর্ণ কর্মসূচী হিসাবে নেয়া।

৫. নারী শিক্ষার হার আরো বৃদ্ধি করা এবং উচ্চ-শিক্ষার ক্ষেত্রে নারী শিক্ষার সুযোগ আরো সুনিশ্চিত করার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়, মেডিক্যাল কলেজ, প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ভর্তির ক্ষেত্রে সংরক্ষিত বা বিশেষ কোটা রাখা যেতে পারে।

৬. নিরক্ষর বয়স্কা মহিলাদের জন্য বিশেষ শিক্ষা কোর্স চালু করা।

৭. প্রাথমিক বিদ্যালয় পর্যায়ে কেবলমাত্র মহিলা শিক্ষক গ্রহণের নীতি বাস্তবায়ন করা। প্রাথমিক শিক্ষক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে মেয়েদের জন্য আবাসিক কেন্দ্র স্থাপন করা।

৮. তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় প্রতিটি পুরনো জেলায় একটি করে মহিলা কলেজ এবং নতুন জেলায় একটি করে মেয়েদের স্কুল করার যে কর্মসূচী ছিল, তা এখনও বাস্তবায়িত হয়নি তা বাস্তবায়নের পরিকল্পনা কর্মসূচী আগামী পরিকল্পনায় রাখা।

৯. নারী-পুরুষের মধ্যে শিক্ষার ক্ষেত্রে যে বৈষম্য আছে তা কমিয়ে আনার লক্ষ্যে মেয়েদের শিক্ষার ক্ষেত্রে সকল প্রকার সুযোগ সম্প্রসারিত ও ত্বরান্বিত করার কথা কেবলমাত্র ঘোষণা নয়, বাস্তবে পদক্ষেপ নেয়ার ব্যবস্থা আগামী পরিকল্পনায় রাখা।

(আগামীবারে সমাপ্য)